আশ-শো'আরা	AshShuara	أَلشُّعَرَا
পরম করুণাময় ও অসিম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.	بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
1. ত্বা, সীন, মীম।	1. Ta. Sin. Mim.	طٰسٓمٓ ﴿١﴾
2. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	2. These are the verses of the manifest Book.	تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ﴿٢﴾
3. তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন।	3. Perhaps you (O Muhammad) would kill yourself with grief that they will not be believers.	لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفۡسَكَ اَلَّا يَكُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٣﴾
4. আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন নাযিল করতে পারি। অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে।	4. If We willed, We could send down to them from the heaven a sign, so their necks would remain bowed down before it.	اِنۡ نَّشَاۡ نُنَزِّلۡ عَلَيۡهِمۡ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتۡ اَعۡنَاقُهُمۡ لَهَا خٰضِعِيۡنَ ﴿٤﴾
5. যখনই তাদের কাছে রহমান এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।	5. And does not come to them any newly-revealed reminder from the Beneficent, except they turn away from it.	وَمَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ ذِكۡرٍ مِّنَ الرَّحۡمٰنِ مُحۡدَثٍ اِلَّا كَانُوۡا عَنۡهُ مُعۡرِضِيۡنَ ﴿٥﴾
6. অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছেই; সুতরাং যে বিষয় নিয়ে	6. So certainly they have denied, then will come to them the news	فَقَدۡ كَذَّبُوۡا فَسَيَاۡتِيۡهِمۡ اَنۡۢبٰٓؤُا مَا

তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌছবে।	of what they used to ridicule at.	كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦﴾
7. তারা কি ভুপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি তাতে সর্বপ্রকার বিশেষ-বস্তু কত উদগত করেছি।	7. Have they not seen at the earth, how much We make to grow therein of every good kind.	اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿٧﴾
8. নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	8. Indeed, in that is surely a sign. And most of them are not believers.	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾
9. আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।	9. And indeed, your Lord, He surely is the All Mighty, the Merciful.	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٩﴾
10. যখন আপনার পালনকর্তা মূসাকে ডেকে বললেনঃ তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও;	10. And when your Lord called Moses, (saying) that: “Go to the wrongdoing people.”	وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۙ﴿١٠﴾
11. ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না?	11. “The people of Pharaoh. Will they not fear (Allah).”	قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ﴿١١﴾
12. সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে।	12. He said: “My Lord, indeed, I fear that they will deny me.”	قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ۖ﴿١٢﴾
13. এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা অচল হয়ে যায়। সুতরাং হারুনের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন।	13. “And my breast straitens, and my tongue expresses not well, so send unto Aaron.”	وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ﴿١٣﴾

14. আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।	14. “And they have against me a (claim of) sin, so I fear that they will kill me.”	وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ﴿١٤﴾
15. আল্লাহ বলেন, কখনই নয় তোমরা উভয়ে যাও আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শোনব।	15. He (Allah) said: “No, so go you both with Our signs. Indeed, We are with you, listening.”	قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿١٥﴾
16. অতএব তোমরা ফেরআউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসূল।	16. So go to Pharaoh and say: “Indeed, we are messengers of the Lord of the worlds.”	فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ﴿١٦﴾
17. যাতে তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।	17. “That, send with us the Children of Israel.”	اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ؕ ﴿١٧﴾
18. ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ।	18. He (Pharaoh) said: “Did we not bring you up among us as a child, and you did dwell among us many years of your life.”	قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ ۙ ﴿١٨﴾
19. তুমি সেই-তোমরা অপরাধ যা করবার করেছ। তুমি হলে কৃতঘ্ন।	19. “And then you did your deed, which you did. And you were of the ingrates.”	وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾
20. মূসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম।	20. He (Moses) said: “I did it then, while I was of those who are astray.”	قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۫ ﴿٢٠﴾

21. অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পয়গম্বর করেছেন।	21. “Then I fled from you when I feared you. Then my Lord granted me judgment (wisdom) and appointed me (as one) of the messengers.”	فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾
22. আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী-ইসলাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ।	22. “And this is the favor with which you reproach me, that you have enslaved the Children of Israel.”	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾
23. ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কি?	23. Pharaoh said: “And what is Lord of the worlds.”	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾
24. মূসা বলল, তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।	24. He (Moses) said: “Lord of the heavens and the earth and whatever is between them, if you should be convinced.”	قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾
25. ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শুনছ না?	25. He (Pharaoh) said to those around him: “Do you not hear.”	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾
26. মূসা বলল, তিনি তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা।	26. He (Moses) said: “Your Lord and Lord of your forefathers, gone before.”	قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾
27. ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল।	27. He (Pharaoh) said: “Indeed, your messenger who has been sent to you is surely a madman.”	قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾

28. মূসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বোঝ।	28. He (Moses) said: "Lord of the east and the west and whatever is between them, if you should understand."	قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾
29. ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।	29. He (Pharaoh) said: "If you take a god other than me, I will certainly put you among those imprisoned."	قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾
30. মূসা বলল, আমি তোমার কাছে কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি?	30. He (Moses) said: "Even if I bring you of something manifest."	قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿٣٠﴾
31. ফেরাউন বলল, তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থিত কর।	31. He (Pharaoh) said: "Then bring it, if you are of the truthful."	قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾
32. অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল।	32. So he (Moses) threw his staff, then behold it was a serpent manifest.	فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿٣٢﴾
33. আর তিনি তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুশুভ্র প্রতিভাত হলো।	33. And he drew out his hand, then behold it was white to the beholders.	وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾
34. ফেরাউন তার পরিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ জাদুকর।	34. He (Pharaoh) said to the chiefs around him: "Indeed, this is a well-versed sorcerer."	قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾
35. সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের	35. "He wants that he drives you out of	يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়। অতএব তোমাদের মত কি?	your land by his sorcery, then what do you command.”	بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
36. তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন।	36. They said: “Put him off and his brother, and send into the cities summoners.”	قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾
37. তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকর কে উপস্থিত করে।	37. “Who shall bring to you every well-versed sorcerer.”	يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾
38. অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একত্রিত করা হল।	38. So the sorcerers were assembled at a fixed time on a day appointed.	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾
39. এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত হও।	39. And it was said to the people: “Are you (also) gathering.”	وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾
40. যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি-যদি তারাই বিজয়ী হয়।	40. “That perhaps we might follow the sorcerers if they are those who would be dominant.”	لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾
41. যখন যাদুকররা আগমণ করল, তখন ফেরআউনকে বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পুরস্কার পাব তো?	41. Then when the sorcerers arrived, they said to Pharaoh: “Will there indeed be for us a sure reward if we are the dominant.”	فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾
42. ফেরাউন বলল, হঁ্যা এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।	42. He said: “Yes, and indeed, you will then be of those brought near (to me).”	قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾

43. মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা নিক্ষেপ করবে।	43. Moses said to them: "Throw what you are going to throw."	قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾
44. অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরাউনের ইযযতের কসম, আমরাই বিজয়ী হব।	44. So they threw down their ropes and their staffs and said: "By the might of Pharaoh, certainly it is we who will be the dominant."	فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾
45. অতঃপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল।	45. Then Moses threw his staff, then behold, it swallowed up that which they did falsely fake.	فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾
46. তখন জাদুকররা সেজদায় নত হয়ে গেল।	46. Then did the sorcerers fall down in prostration.	فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾
47. তারা বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।	47. They said: "We believe in the Lord of the worlds."	قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾
48. যিনি মূসা ও হারুনের রব।	48. "The Lord of Moses and Aaron."	رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾
49. ফেরাউন বলল, আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা কি তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের	49. He (Pharaoh) said: "You have believed in Him before that I give permission to you. Indeed, he is your chief, who has taught you magic. So surely you shall come to know. Surely, I will have your hands cut	قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ

হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব। এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।	off and your feet of opposite sides, and surely I will have you crucified, all together.	اَجۡمَعِيۡنَ ﴿۴۹﴾
50. তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব।	50. They said: "No matter. Indeed, to our Lord we shall return."	قَالُوۡا لَا ضَيۡرَ ۚ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنۡقَلِبُوۡنَ ﴿۵۰﴾
51. আমরা আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী।	51. "Indeed, we hope that our Lord will forgive us our sins because we are the first of the believers."	اِنَّا نَطۡمَعُ اَنۡ يَّغۡفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنۡ كُنَّاۤ اَوَّلَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۵۱﴾
52. আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	52. And We inspired to Moses that: "Travel by night with My slaves, indeed you will be pursued."	وَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰۤى اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِىۡۤ اِنَّكُمۡ مُّتَّبَعُوۡنَ ﴿۵۲﴾
53. অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে প্রেরণ করল,	53. Then Pharaoh sent into the cities summoners.	فَاَرۡسَلَ فِرۡعَوۡنُ فِى الۡمَدَآئِنِ حٰشِرِيۡنَ ﴿۵۳﴾
54. নিশ্চয় এরা (বনী-ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল।	54. (Who said): "Indeed, these certainly are but a little troop."	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَةٌ قَلِيۡلُوۡنَ ۙ ﴿۵۴﴾
55. এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে।	55. "And indeed, they are offenders against us."	وَاِنَّهُمۡ لَنَا لَغَآئِظُوۡنَ ۙ ﴿۵۵﴾
56. এবং আমরা সবাই সদা শংকিত।	56. "And indeed, we are a host who are always on guard."	وَاِنَّا لَجَمِيۡعٌ حٰذِرُوۡنَ ۘ ﴿۵۶﴾

57. অতঃপর আমি ফেরআউনের দলকে তাদের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাসমূহ থেকে বহিষ্কার করলাম।	57. So We took them out from gardens and water springs.	فَاَخۡرَجۡنٰهُمۡ مِّنۡ جَنّٰتٍ وَّعُيُوۡنٍ ۙ﴿۵۷﴾
58. এবং ধন-ভান্ডার ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে।	58. And treasures and honorable place.	وَّكُنُوۡزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيۡمٍ ۙ﴿۵۸﴾
59. এরূপই হয়েছিল এবং বনী-ইসলাঈলকে করে দিলাম এসবের মালিক।	59. Thus. And We caused the Children of Israel to inherit them.	كَذٰلِكَ ؕ وَاَوۡرَثۡنٰهَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ؕ﴿۵۹﴾
60. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল।	60. So they pursued them at sunrise.	فَاَتۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِيۡنَ﴿۶۰﴾
61. যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম।	61. Then when the two hosts saw (each other), the companions of Moses said: “Indeed, we are sure to be overtaken.”	فَلَمَّا تَرَآءَ الۡجَمۡعٰنِ قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰۤى اِنَّا لَمُدۡرَكُوۡنَ﴿۶۱﴾
62. মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন।	62. He (Moses) said: “No, indeed, my Lord is with me, He will guide me.”	قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىۡ سَيَهۡدِيۡنِ﴿۶۲﴾
63. অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।	63. Then We inspired to Moses that: “Strike the sea with your staff.” so it parted, then each portion was like a great towering mountain.	فَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰۤى اَنِ اضۡرِبۡ بِّعَصَاكَ الۡبَحۡرَ ؕ فَانۡفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٍ كَالطَّوۡدِ الۡعَظِيۡمِ ؕ﴿۶۳﴾
64. আমি সেথায় অপর দলকে পৌঁছিয়ে দিলাম।	64. And We brought near to that place, the others.	وَاَزۡلَفۡنَا ثَمَّ الۡاٰخَرِيۡنَ ۚ﴿۶۴﴾

65. এবং মূসা ও তাঁর সংগীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম।	65. And We saved Moses and those with him, all together.	وَاَنۡجَيۡنَا مُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗۤ اَجۡمَعِيۡنَ ﴿۶۵﴾
66. অতঃপর অপর দলটিকে নিমজ্জত কললাম।	66. Then We drowned the others.	ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ ﴿۶۶﴾
67. নিশ্চয় এতে একটি নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না।	67. Indeed, in that is truly a sign. And most of them are not believers.	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَّمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۶۷﴾
68. আপনার পালনকর্তা অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	68. And indeed, your Lord, He surely is the All Mighty, the Merciful.	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ﴿۶۸﴾
69. আর তাদেরকে ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন।	69. And recite to them the story of Abraham.	وَاتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَاَ اِبۡرٰهِيۡمَ ﴿۶۹﴾
70. যখন তাঁর পিতাকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কিসের এবাদত কর?	70. When he said to his father and his people: "What do you worship."	اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿۷۰﴾
71. তারা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং সারাদিন এদেরকেই নিষ্ঠার সাথে আঁকড়ে থাকি।	71. They said: "We worship idols, and we are ever devoted to them."	قَالُوۡا نَعۡبُدُ اَصۡنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيۡنَ ﴿۷۱﴾
72. ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, তোমরা যখন আহবান কর, তখন তারা শোনে কি?	72. He (Abraham) said: "Do they hear you when you call."	قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُوۡنَكُمۡ اِذۡ تَدۡعُوۡنَ ۙ﴿۷۲﴾
73. অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?	73. "Or do they benefit you or do they harm (you)."	اَوۡ يَنۡفَعُوۡنَكُمۡ اَوۡ يَضُرُّوۡنَ ﴿۷۳﴾

74. তারা বলল: না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি, তারা এরূপই করত।	74. They said: "But we have found our forefathers doing the same."	قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٤﴾
75. ইব্রাহীম বললেন, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যাদের পূজা করে আসছ।	75. He said: "Do you then see what you have been worshipping."	قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٧٥﴾
76. তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষেরা?	76. "You and your ancient forefathers."	اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ﴿٧٦﴾
77. বিশ্বপালনকর্তা ব্যতীত তারা সবাই আমার শত্রু।	77. "Indeed, they are enemy to me, except the Lord of the worlds."	فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٧﴾
78. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন,	78. "Who created me, then it is He who guides me."	الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٨﴾
79. যিনি আমাকে আহার এবং পানীয় দান করেন,	79. "And He it is who feeds me and gives me to drink."	وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾
80. যখন আমি রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন।	80. "And when I am ill, then it is He who cures me."	وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٠﴾
81. যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবন দান করবেন।	81. "And who will cause me to die, then will bring me to life."	وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾
82. আমি আশা করি তিনিই বিচারের দিনে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন।	82. "And who, I hope that He will forgive me my faults on the Day of Judgment."	وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾
83. হে আমার পালনকর্তা, আমাকে প্রজ্ঞা দান কর	83. "My Lord, bestow on me wisdom and	رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ

এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর	join me with the righteous.”	بِالصّٰلِحِيْنَ ۙ﴿٨٣﴾
84. এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর।	84. “And grant me an honorable mention among the later generations.”	وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ﴿٨٤﴾
85. এবং আমাকে নেয়ামত উদ্যানের অধিকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর।	85. “And place me among the inheritors of the Garden of Delight.”	وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۙ﴿٨٥﴾
86. এবং আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের অন্যতম।	86. “And forgive my father. Indeed, he is from among those who have strayed.”	وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ﴿٨٦﴾
87. এবং পূনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না,	87. “And do not disgrace me on the Day they are raised.”	وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ﴿٨٧﴾
88. যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না;	88. The Day when there will not benefit wealth, nor sons.	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ﴿٨٨﴾
89. কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।	89. Except him who brings to Allah a clean heart.	اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ؕ﴿٨٩﴾
90. জান্নাত আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে।	90. And the Paradise will be brought near to the righteous.	وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿٩٠﴾
91. এবং বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম।	91. And Hellfire will be placed in full view for the deviators.	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۙ﴿٩١﴾
92. তাদেরকে বলা হবেঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে।	92. And it will be said to them: “Where are those whom you used to worship.”	وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿٩٢﴾

93. আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে?	93. "Other than Allah. Can they help you or can they help themselves."	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾
94. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে আধোমুখি করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে।	94. Then they will be thrown on their faces into it (Hellfire), they and the deviators.	فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ﴿٩٤﴾
95. এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে।	95. And the hosts of Iblis, all together.	وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ﴿٩٥﴾
96. তারা তথায় কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবেঃ	96. They will say, while they are disputing therein.	قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٩٦﴾
97. আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম।	97. "By Allah, indeed, we were truly in a manifest error."	تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٩٧﴾
98. যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব-পালনকর্তার সমতুল্য গন্য করতাম।	98. "When we made you equal with the Lord of the worlds."	اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾
99. আমাদেরকে দুষ্টকর্মীরাই গোমরাহ করেছিল।	99. "And none led us astray except the criminals."	وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾
100. অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।	100. "So (now) for us there are none of the intercessors."	فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ﴿١٠٠﴾
101. এবং কোন সহৃদয় বন্ধু ও নেই।	101. "And not a loving friend."	وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾
102. হায়, যদি কোনরুপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ	102. "So if indeed for us there is a return (to the world), we shall	فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ

পেতাম, তবে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়ে যেতাম।	then be among the true believers.”	الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
103. নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	103. Indeed, in that is surely a sign. And most of them are not believers.	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾
104. আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	104. And indeed, your Lord, He is surely the All Mighty, the Merciful.	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾
105. নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে।	105. The people of Noah denied the messengers.	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾
106. যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি ভয় নেই?	106. When their brother Noah said to them: “Will you not fear (Allah).”	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾
107. আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহক।	107. Indeed, I am a trustworthy messenger to you.	إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾
108. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	108. “So fear Allah, and obey me.”	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾
109. আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন।	109. “And I do not ask for it any payment. My payment is not but from the Lord of the worlds.”	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾
110. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	110. “So fear Allah, and obey me.”	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾

111. তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা?	111. They said: "Shall we believe in you, while the lowest (of the people) follow you."	قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ؕ ﴿۱۱۱﴾
112. নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার?	112. He said: "And what is my knowledge of what they may have been doing."	قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱۲﴾
113. তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে!	113. "Their account is not but upon my Lord, if you could (but) know."	اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۱۳﴾
114. আমি মুমিনগণকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই।	114. "And I am not (here) to drive away the believers."	وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۴﴾
115. আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।	115. "I am not except a plain warner."	اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ؕ ﴿۱۱۵﴾
116. তারা বলল, হে নূহ যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।	116. They said: "If you do not desist, O Noah, you will surely be among those who are stoned."	قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ؕ ﴿۱۱۶﴾
117. নূহ বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।	117. He said: "My Lord, indeed, my people have denied me."	قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ۖ ﴿۱۱۷﴾
118. অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন।	118. "Then judge between me and them, a judgment, and save me and those who are with me among the believers."	فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

119. অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গিগণকে বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম।	119. So We saved him and those with him in the laden ship.	فَأَنجَيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾
120. এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জত করলাম।	120. Then We drowned thereafter those who remained.	ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَٰقِينَ ﴿١٢٠﴾
121. নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	121. Indeed, in that is surely a sign. And most of them are not believers.	إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾
122. নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	122. And indeed, your Lord, He surely is the All Mighty, the Merciful.	وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾
123. আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে।	123. A'ad denied the messengers (of Allah).	كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾
124. তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের কি ভয় নেই?	124. When their brother Hud said to them: "Will you not fear (Allah)."	إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾
125. আমি তোমাদের বিশ্বস্ত রসূল।	125. "Indeed, I am a trustworthy messenger to you."	إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾
126. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	126. "So fear Allah and obey me."	فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾
127. আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন।	127. "And I do not ask you any payment for it. My payment is not but from the Lord of the worlds."	وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٧﴾

128. তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মান করছ?	128. “Do you build on every high place a sign for vain delight.”	اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۙ﴿۱۲۸﴾
129. এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে?	129. “And you take strongholds, that you might live forever.”	وَ تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿۱۲۹﴾
130. যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান।	130. “And when you seize by force, seize you as tyrants.”	وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿۱۳۰﴾
131. অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত্য কর।	131. “So fear Allah, and obey me.”	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۱۳۱﴾
132. ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান।	132. “And fear Him who has provided you with (the good things) that which you know.”	وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾
133. তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান,	133. “He has provided you with cattle and sons.”	اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ۙ﴿۱۳۳﴾
134. এবং উদ্যান ও ঝরণা।	134. “And gardens and water springs.”	وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿۱۳۴﴾
135. আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করি।	135. “Indeed, I fear for you the punishment of a great day.”	اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۳۵﴾
136. তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান।	136. They said: “It is all same to us whether you advise or be not of those who advise.”	قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۙ﴿۱۳۶﴾
137. এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়।	137. “This is not but a fable of the ancients.”	اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ﴿۱۳۷﴾

138. আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না।	138. "And we are not to be punished."	وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾
139. অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	139. So they denied him, then We destroyed them. Indeed, in that is surely a sign. And most of them are not believers.	فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾
140. এবং আপনার পালনকর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	140. And indeed, your Lord, He surely is the All Mighty, the Merciful.	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾
141. সামুদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে।	141. Thamud denied the messengers.	كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾
142. যখন তাদের ভাই সালেহ, তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না?	142. When their brother Salih said to them: "Will you not fear (Allah)."	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾
143. আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর।	143. "Indeed, I am a trustworthy messenger to you."	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٤٣﴾
144. অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	144. "So fear Allah and obey me."	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٤٤﴾
145. আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন।	145. "And I do not ask you any payment for it. My payment is not but from the Lord of the worlds."	وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٥﴾
146. তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের	146. "Will you be left in that what is here secured."	اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ﴿١٤٦﴾

মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে?		
147. উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং ঝরণাসমূহের মধ্যে?	147. “In gardens and water springs.”	فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٤٧﴾
148. শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে?	148. “And tilled fields and date palms with juicy fruit laden.”	وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿١٤٨﴾
149. তোমরা পাহাড় কেটে জাঁক জমকের গৃহ নির্মাণ করছ।	149. “And you carve out of mountains houses with great skill.”	وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾
150. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত্য কর।	150. “So fear Allah and obey me.”	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾
151. এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না;	151. “And do not obey the command of the extravagant.”	وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾
152. যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না;	152. “Those who spread corruption in the land, and do not reform.”	الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٢﴾
153. তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্থরেদ একজন।	153. They said: “You are only of the bewitched.”	قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٥٣﴾
154. তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।	154. “You are not but a human being like us. Then bring us a sign if you are of the truthful.”	مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٥٤﴾
155. সালেহ বললেন এই উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি	155. He said: “This is a she camel. For her is	قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ

পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা নির্দিষ্ট এক-এক দিনের।	a (time of) drink, and for you is a (time of) drink, on a day known.”	شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾
156. তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে।	156. “And do not touch her with harm, lest you be seized by the punishment of a great day.”	وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾
157. তারা তাকে বধ করল ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল।	157. So they hamstrung her, then they became regretful.	فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾
158. এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	158. Then the punishment seized them. Indeed, in that is surely a sign. And most of them are not believers.	فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾
159. আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	159. And indeed, your Lord, He surely is the All Mighty, the Merciful.	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾
160. লূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে।	160. The people of Lot denied the messengers.	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾
161. যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না?	161. When their brother Lot said to them: “Will you not fear (Allah).”	اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾
162. আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর।	162. “Indeed, I am a trustworthy messenger to you.”	اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾

163. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।	163. "So fear Allah and obey me."	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾
164. আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন।	164. "And I do not ask you any payment for it. My payment is not but from the Lord of the worlds."	وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾
165. সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর?	165. "Do you come unto the males, of all the creatures."	اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ﴿١٦٥﴾
166. এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগনকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।	166. "And leave what your Lord has created for you of your wives. But you are a trespassing people."	وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾
167. তারা বলল, হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিস্কৃত করা হবে।	167. They said: "If you do not desist, O Lot, you will surely be of those who are driven out."	قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾
168. লূত বললেন, আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি।	168. He said: "Indeed, I am towards your deeds, of those who disapprove (it)."	قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ۭ ﴿١٦٨﴾
169. হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।	169. "My Lord, save me and my family from what they do."	رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

170. অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম।	170. So We saved him and his family, all together.	فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۙ﴿۱۷۰﴾
171. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।	171. Except an old woman of those who remained behind.	اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ﴿۱۷۱﴾
172. এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম।	172. Then We destroyed the others.	ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿۱۷۲﴾
173. তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি-প্রদর্শিত দের জন্যে এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট।	173. And We rained upon them a rain (of stones). So evil was the rain of those who were warned.	وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿۱۷۳﴾
174. নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।	174. Indeed, in that is surely a sign. And most of them are not believers.	اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۴﴾
175. নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	175. And indeed, your Lord, He surely is the All Mighty, the Merciful.	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۷۵﴾
176. বনের অধিবাসীরা পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে।	176. The dwellers in the wood (Madain) denied the messengers.	كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۷۶﴾
177. যখন শো'আয়ব তাদের কে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না?	177. When Shueyb said to them: "Will you not fear (Allah)."	اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۷﴾
178. আমি তোমাদের বিশ্বস্ত পয়গম্বর।	178. "Indeed, I am a trustworthy messenger to you."	اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ﴿۱۷۸﴾
179. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং	179. "So fear Allah and obey me."	فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿۱۷۹﴾

আমার আনুগত্য কর।		
180. আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন।	180. “And I do not ask you any payment for it. My payment is not but from the Lord of the worlds.”	وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾
181. মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।	181. “Give full measure, and do not be of those who cause loss.”	اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ﴿١٨١﴾
182. সোজা দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর।	182. “And weigh with the true balance.”	وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿١٨٢﴾
183. মানুষকে তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।	183. “And do not deprive people by reducing their goods, nor do evil in the land, making corruption.”	وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿١٨٣﴾
184. ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন।	184. “And fear Him who created you and the generations of the former (people).”	وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٨٤﴾
185. তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম।	185. They said: “You are only of those bewitched.”	قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ﴿١٨٥﴾
186. তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নও। আমাদের ধারণা-তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।	186. “And you are not but a human being like us, and indeed, we think you are surely of the liars.”	وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ اِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿١٨٦﴾
187. অতএব, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো	187. “So cause to fall upon us a piece of the heaven, if you are of	فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ

আমাদের উপর ফেলে দাও।	the truthful.”	اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۱۸۷﴾
188. শো’আয়ব বললেন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত।	188. He said: “My Lord is Best Knower of what you do.”	قَالَ رَبِّىۡۤ اَعۡلَمُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۸۸﴾
189. অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব।	189. So they denied him, then seized them the punishment of a day of the gloomy cloud. Indeed, that was the punishment of a great day.	فَكَذَّبُوۡهُ فَاَخَذَهُمۡ عَذَابُ يَوۡمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيۡمٍ ﴿۱۸۹﴾
190. নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।	190. Indeed, in that is surely a sign. And most of them are not believers.	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۱۹۰﴾
191. নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	191. And indeed, your Lord, He surely is the All Mighty, the Merciful.	وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الۡعَزِيۡزُ الرَّحِيۡمُ ﴿۱۹۱﴾
192. এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ।	192. And indeed, this (Quran) is certainly a revelation from the Lord of the worlds.	وَاِنَّهٗ لَتَنۡزِيۡلُ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿۱۹۲﴾
193. বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে।	193. The trustworthy Spirit (Gabriel) has brought it down.	نَزَلَ بِهِ الرُّوۡحُ الۡاَمِيۡنُ ﴿۱۹۳﴾
194. আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন,	194. Upon your heart, (O Muhammad) that you may be of the warners.	عَلٰى قَلۡبِكَ لِتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُنۡذِرِيۡنَ ﴿۱۹۴﴾

195. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।	195. In a clear Arabic language.	بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ﴿١٩٥﴾
196. নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে।	196. And indeed, it (Quran) is certainly in the Scriptures of the former people.	وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٩٦﴾
197. তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেমগণ এটা অবগত আছে?	197. And has it not been for them a sign that the scholars of the Children of Israel know it.	اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿١٩٧﴾
198. যদি আমি একে কোন ভিন্নভাষীর প্রতি অবতীর্ণ করতাম,	198. And if We had revealed it to any of the non-Arabs.	وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾
199. অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না।	199. And he had recited it unto them, they would not have believed in it.	فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾
200. এমনিভাবে আমি গোনাহগারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি।	200. Thus have We caused it (the denial of the Quran) to enter into the hearts of the criminals.	كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾
201. তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মন্তুদ আযাব।	201. They will not believe in it until they see the painful punishment.	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾
202. অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুঝতে ও পারবে না।	202. So it will come upon them suddenly, while they do not perceive.	فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

203. তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব না?	203. Then they will say: "Can we be reprieved."	فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾
204. তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে?	204. Would then for Our punishment, they hasten.	اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾
205. আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই,	205. Have you then seen, if We do let them enjoy for years.	اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾
206. অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে।	206. Then comes to them that which they were promised.	ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾
207. তখন তাদের ভোগ বিলাস তা তাদের কি কোন উপকারে আসবে?	207. It shall not avail them, that which they have been enjoying.	مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ﴿٢٠٧﴾
208. আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তারা সতর্ককারী ছিল।	208. And We did not destroy any township except that it had warners.	وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿٢٠٨﴾
209. স্মরণ করানোর জন্যে, এবং আমার কাজ অন্যায়াচরণ নয়।	209. By way of reminder, and We have never been unjust.	ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٠٩﴾
210. এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি।	210. And the devils have not brought it (Quran) down.	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢١٠﴾
211. তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ?ও রাখে না।	211. And it would neither suit them, nor would they be able (to produce it).	وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٢١١﴾

212. তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে।	212. Indeed, they have been removed far from hearing it.	اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ﴿٢١٢﴾
213. অতএব, আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন।	213. So do not call upon with Allah any other god, then you will be among those punished.	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٣﴾
214. আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।	214. And warn your tribe (O Muhammad) of near kindred.	وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾
215. এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন।	215. And lower your wing (in kindness) unto those who follow you among the believers.	وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾
216. যদি তারা আপনার অবাধ্য করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত।	216. So if they disobey you, then say: “Indeed, I am free of (the responsibility of) what you do.”	فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾
217. আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর,	217. And put your trust in the All Mighty, the Merciful.	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٢١٧﴾
218. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দন্ডায়মান হন,	218. He who sees you when you stand up (to pray).	الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾
219. এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন।	219. And (sees) your movements among those who fall prostrate.	وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ ﴿٢١٩﴾
220. নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।	220. Indeed He, only He is the All Hearer, the All Knower.	اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾

221. আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে?	221. Shall I inform you upon whom the devils descend.	هَلۡ اُنَبِّئُكُمۡ عَلٰى مَنۡ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيۡنُ ﴿۲۲۱﴾
222. তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহগারের উপর।	222. They descend upon every lying, sinful one.	تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيۡمٍ ﴿۲۲۲﴾
223. তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।	223. They whisper hearsay into ears, and most of them are liars.	يُّلۡقُوۡنَ السَّمۡعَ وَاَكۡثَرُهُمۡ كٰذِبُوۡنَ ﴿۲۲۳﴾
224. বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে।	224. And the poets, those straying in evil, follow them.	وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الۡغَاوٗنَ ﴿۲۲۴﴾
225. তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে?	225. Have you not seen that they stray in every valley.	اَلَمۡ تَرَ اَنَّهُمۡ فِىۡ كُلِّ وَادٍ يَّهِيۡمُوۡنَ ﴿۲۲۵﴾
226. এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না।	226. And that they say what they do not do.	وَاَنَّهُمۡ يَقُوۡلُوۡنَ مَا لَا يَفۡعَلُوۡنَ ﴿۲۲۶﴾
227. তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ কে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ।	227. Except those (poets) who believe and do righteous deeds, and remember Allah much, and defend themselves after that they have been wronged. And those who do wrong will come to know by what overturning they will be overturned.	اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيۡرًا وَّانۡتَصَرُوۡا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا ظُلِمُوۡا وَسَيَعۡلَمُ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَىَّ مُنۡقَلَبٍ يَّنۡقَلِبُوۡنَ ﴿۲۲۷﴾